গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
গণযোগাযোগ অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা।
www.masscommunication.gov.bd

নং ১৫.৫৬.০০০০.০০২.১৬.৯৪.১৫-(পার্ট-১) ৬০৫ তারিখ: ২০ .৪.২০২২

বিষয়:- তৃণমূল পর্যায়ের জনগণের মতামত সংবলিত এপ্রিল/২০২২ (১ম পক্ষ) মাসের 'জনমত ও প্রতিক্রিয়ার' প্রতিবেদন।

গণযোগাযোগ অধিদপ্তর কর্তৃক ৬৪ জেলা তথ্য অফিস এবং পার্বত্য এলাকায় উপজেলা পর্যায়ে ৪টি তথ্য অফিস থেকে প্রাপ্ত দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণের মতামতের ভিত্তিতে পাক্ষিক জনমত ও প্রতিক্রিয়ার প্রতিবেদন তৈরি করা হয়।

তথ্য কর্মকর্তাগণ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ১০টি বিশেষ উদ্যোগ (ব্র্যান্ডিং শেখ হাসিনা) বিষয়ক চলচ্চিত্র প্রদর্শনী ও কুইজ প্রতিযোগিতা, ওরিয়েন্টেশন কর্মশালা, উন্মুক্ত বৈঠক, আলোচনা সভা, মহিলা সমাবেশ, দেশাত্মবোধক ও উদ্বুদ্ধকরণ সংগীতানুষ্ঠানসহ পথসভা ও খন্ডসভার আয়োজন করে থাকে। এ সকল কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে গুজব, অপপ্রচার, সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন, নিরাপদ মাতৃত্ব, শিশু ও নারী অধিকার, জঙ্গি দমন, মাদকবিরোধী অভিযান, তথ্য অধিকার আইন এবং সরকারের সাফল্য, অর্জন ও উন্নয়ন কর্মকান্ডের বার্তা নিয়মিত প্রচার করে যাচ্ছে।

এ সকল কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করতে গিয়ে তথ্য অফিসারদের সাথে সাধারণ মানুষের মতামতের মিথস্ক্রিয়া ঘটে। এ মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে সংগৃহীত তথ্য এবং স্থানীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে জনমত ও প্রতিক্রিয়ার প্রতিবেদন তৈরি করা হয়।

তথ্য অফিসসমূহ থেকে প্রাপ্ত জনমতের আলোকে এপ্রিল-২০২২ (১ম পক্ষ) মাসের 'জনমত ও প্রতিক্রিয়ার' প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রতিবেদনটি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এ সাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: জনমত প্রতিবেদন এক প্রস্থ।

২৬/৪/২২
(মোঃ জসীম উদ্দিন)
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
ফোন-৮৩০০৬৪০
dgmasscommunication@yahoo.com

সচিব
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অনুলিপি:

০১। উপসচিব (তগ-২ অধিশাখা), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। সহকারী রক্ষণাবেক্ষণ তত্ত্বাবধায়ক, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, ঢাকা (প্রতিবেদনটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

পাক্ষিক জনমত ও প্রতিক্রিয়ার প্রতিবেদন -এপ্রিল'২০২২ (১ম পক্ষ)

১। বাজার দর

কয়েকমাস ধরে বাজারে বাড়ছে নিত্যপণ্যের মূল্য। রমজান উপলক্ষে দাম আরও বেড়েছে। সবচেয়ে বেশি বেড়েছে ভোজ্যতেলের দাম। জেলা তথ্য অফিসারদের প্রেরিত প্রতিবেদনে উঠে এসেছে এসব তথ্য। বিশ্ববাজারে বাড়তি দামের ভোজ্যতেল ও চিনি বাংলাদেশ আমদানি না করেই অসাধু ব্যবসায়ীরা আন্তর্জাতিক বাজারে চলমান মূল্য ধরে দেশের বাজারে পণ্য বিক্রি করেছেন। অথচ এসব পণ্য আগেই কম দামে আমদানি করা। কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করেই ভোজ্য তেলের দাম বাড়ানো হয়েছে। রাজধানীসহ দেশের সব বাজারের প্রবেশ পথে এবং প্রতিটি খুচরা দোকানের সামনে নিত্যপণ্যের মূল্যতালিকা টানানো বাধ্যতামূলক করেছে সরকার। ক্রেতারা যেন সহজে পণ্যের দাম সম্পর্কে এক নজর ধারণা পেতে পারেন, সেজন্যই এই নিয়ম করা হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে বাজারে নিত্যপণ্যের দাম স্বাভাবিক রাখতে সরকার টাস্কফোর্স গঠন করে। দামের তালিকা ও পাকা রশিদ না থাকলে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তর নিয়মিত বাজার মনিটরিং করছে। জনগণ এ মনিটরিং কার্যক্রমকে স্বাগত জানিয়েছে। ঈদকে সামনে রেখে চাঁদাবাজরা যাতে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে সে বিষয়ে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে সতর্ক থাকতে হবে। মহাসড়কে ট্রাক থামিয়ে বেপরোয়া চাঁদাবাজি পণ্যের মূল্য বাড়ার অন্যতম কারণ। পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে কৃষি অধিদপ্তর, নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, বিএসটিআইসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সম্মিলিতভাবে বাজার মনিটরিং প্রয়োজন বলে জনগণ মনে করেন।

০২। আইন-শৃঙ্খলা

এ পাক্ষিকে ক্রমাবনতিশীল আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিতে দেশের মানুষ উদ্বিগ্ন। সারাদেশে বাড়ছে খুনোখুনির ঘটনা। ১৫ এপ্রিল চট্টগ্রাম নগরীতে খুন হয় ১৬ বছরের কিশোর ফাইম, পটুয়াখালীতে দূর্বৃত্তরা কুপিয়ে হত্যা করে ঔষুধ ব্যবসায়ী ইউসুফ মৃধাকে। কক্সবাজারে চারখুনসহ নানা সংঘাত মানুষের মধ্যে ভয়ের সৃষ্টি করেছে। মাদক বেচা-কেনা, ক্যাম্প থেকে রোহিঙ্গা বের হয়ে শ্রমবাজার দখল, কিশোর গ্যাং এর বিচরণ, কেবল মাত্র কক্সবাজার জেলার নয়; বিভিন্ন জেলায় রোহিঙ্গাদের ভোটার হওয়ার প্রমাণ, নানা সংঘাত মানুষের মধ্যে ভয়ের সৃষ্টি করেছে। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে অভিযান জোরদার, রোহিঙ্গাদের ক্যাম্পের ভিতর সীমাবদ্ধ রাখতে কার্যকর উদ্যোগ, রোহিঙ্গাদের যে সব প্রতিষ্ঠান চাকুরি দেবে তার লাইসেন্স বাতিল, চাকুরিদাতা ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি। হত্যা, ছিনতাই, ধর্ষণসহ অন্যান্য অপরাধে যুক্তদের আইনের আওতায় এনে রাজধানীসহ সারাদেশে হত্যা-খুনসহ অন্যান্য অপরাধ ও নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির নিরসনকল্পে সরকার কার্যকর পদক্ষেপ নেবে এটাই জনগণের প্রত্যাশা।

০৩। পহেলা বৈশাখ উদযাপন

করোনাভাইরাস অতিমারির কারণে প্রায় দুইবছর পর, রাজধানীসহ সারা দেশে এবার বর্ণিল আয়োজনে উদযাপিত হয় বাংলা নববর্ষ- ১৪২৯। বাংলা নববর্ষ জাঁকজমকপূর্ণভাবে উদযাপনের লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করে। এবার বর্ষবরণে রাজধানীর পাশাপাশি দেশব্যাপী বর্ণিল শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। দেশজুড়ে জেলা ও উপজেলায় প্রশাসনের সমন্বয়ে কুইজ প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও লোকজ মেলার আয়োজন করা হয়। নববর্ষে ব্যানার, ফেস্টুন দিয়ে সুসজ্জিত করা হয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও নগরের কেন্দ্রস্থল। বাংলা একাডেমি, কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, বুলবুল ললিতকলা একাডেমী, নজরুল একাডেমি, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরসহ আরো অনেক প্রতিষ্ঠান নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পহেলা বৈশাখ উদযাপন করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ 'মঙ্গল শোভাযাত্রা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে এবং ছায়ানট রমনা বটমূলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। বাংলা নববর্ষের তাৎপর্য এবং মঙ্গল শোভাযাত্রার ইতিহাস ও ইউনেস্কো কর্তৃক পহেলা বৈশাখকে 'ইনটানজিবল কালচারাল হেরিটেজ'-এ অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি তুলে ধরে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও বাংলা একাডেমির উদ্যোগে বিভিন্ন জাতীয়

পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়। সকল সরকারি-বেসরকারি টিভি, বাংলাদেশ বেতার, এফএম ও কমিউনিটি রেডিও বাংলা নববর্ষে অনুষ্ঠানমালা সম্প্রচার করে। বাংলা নববর্ষ ১৪২৯-কে স্বাগত জানাতে রাজধানীসহ সারাদেশে বিভিন্ন জনপ্রিয় ঐতিহাসিক স্পটগুলোতে নতুন আশা ও আকাঙ্খা নিয়ে সর্বস্তরের মানুষ ভীড় করে। পহেলা বৈশাখ বাঙালিদের একটি সর্বজনীন উৎসব। বিশ্বের সকল প্রান্তে সকল বাঙালি এদিনে নতুন বছরকে বরণ করে নেয়। ভুলে যাবার চেষ্টা অতীত বছরের সকল দু:খ-গ্লানি। বাঙালি জাতির প্রত্যাশা নতুন বছর যেন সমৃদ্ধ ও সুখময় হয়। মহামারি থাবা কাটিয়ে মঙ্গল কামনায় পাহাড়ে ৩ দিনব্যাপী বিজু, বৈসু, সাংগ্রাই তথা বৈসাবি উৎসব। পুরনো বছরকে বিদায় ও নতুন বছরকে স্বাগত জানিয়ে কাপ্তাই হ্রদের পানিতে গঙ্গা দেবীর উদ্দেশে ফুল ভাসানোর মধ্য দিয়ে এ উৎসব পালিত হয়। করোনার কারণে গত দুই বছর উৎসব পালিত না হলেও রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান এ তিন পার্বত্য জেলায় এ বছর উৎসবের উচ্ছ্বাস বয়ে যায়। দলমত ও ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এ উৎসব হয়ে উঠে বাংলাদেশের মানুষের ঐক্য ও মিলনের প্রতীক।

৪। গুজব, দেশ বিরোধী অপপ্রচার, সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধ

গুজব প্রতিরোধে জেলা প্রশাসন, পুলিশ বিভাগ, জেলা তথ্য অফিস এবং জনপ্রতিনিধিগণ বিভিন্ন সভা সমাবেশের মাধ্যমে সচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন অব্যাহত রেখেছে। ফলে গুজব সম্পর্কে জনগণ সচেতন হচ্ছে। দেশ বিরোধী অপপ্রচার, সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধ, মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার, স্বাস্থ্য সচেতনতা, যৌতুক, বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ, এসিড নিক্ষেপ এবং শিশু ও নারী পাচার সংক্রান্ত জেলা তথ্য অফিসসমূহের জনসচেতনতামূলক কথামালা ও প্রচার কার্যক্রম অব্যাহত রাখায় জনগণ সন্তোষ প্রকাশ করেছে।

০৫। সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড

বিভিন্ন অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রম চলছে পুরোদমে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত দুর্গম পাহাড়ী পল্লীগুলোতে দ্রুত গতিতে বিদ্যুৎ পৌঁছানো, সুনামগঞ্জ জেলায় বঙ্গবন্ধু মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট, বঙ্গকন্যা শেখ হাসিনা উড়াল সড়ক, চাঁদপুর শহর রক্ষা বেড়ীবাঁধ, চাঁদপুর মেডিকেল কলেজ নির্মাণ, ঢাকা-বগুড়া-রংপুর রোডে চারলেন সম্প্রসারণ কাজসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড। ইতোমধ্যে রামগড় হতে তানাক্কা পাড়া (৫৫কি:মি:) সীমান্ত রাস্তা নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। কাপ্তাই, রাজস্থলী ও বিলাইছড়ি উপজেলায় ৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ঢাকা-চট্টগ্রাম রুটে ট্রেনের সংখ্যা বাড়ানোর পক্ষে মত দিয়েছেন সুধীজন। খাগড়াছড়ি জেলা পর্যটন, কৃষি, স্থানীয় তাঁত শিল্প নির্ভর হওয়ায় এসব সেক্টরে আরো উন্নয়নের জন্য সরকারের বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ ও সহজশর্তে বিভিন্ন ঋণ প্রদান, কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপনের জন্য জনসাধারণ মতামত প্রদান করেছেন। লক্ষীপুর জেলার জনগণ মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণের জন্য সরকারি অর্থায়নে হিমাগার স্থাপনের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।

০৬। বান্দরবান শহরে নিরাপত্তার জন্য ল্যাম্প প্রয়োজন

বান্দরবান শহরের সকল সড়কে পর্যাপ্ত ল্যাম্পপোস্ট না থাকায় স্থানীয় অধিবাসী থেকে শুরু করে পর্যটকরা সন্ধ্যার পর চলাফেরা করতে নিরাপত্তার অভাববোধ করেন। স্থানীয় অধিবাসীরা এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এ সমস্যা দ্রুত সমাধানের জন্য অনুরোধ জানিয়েছে।